ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সন্তানের জন্য অভিনয় ছাড়তেও প্রস্তুত দীপিকা

পৃঃ ৫

বাংলাদেশ সিরিজটা আমাদের জন্য সহজ হবে না: পন্ত

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৫৩ ● কলকাতা ● ২৯ ভাদ্র, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইয়ের আবগারি নীতি মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আম আদমি পার্টির (এএপি) নেতাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে এবং মুখে ফেরে আগের হাসি। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পরস্পর-পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন। পাশাপাশি শীর্ষ আদালত এদিন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন ঘোষণা করার সাথে সাথে নেতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। দলের অন্যান্য নেতাদেরও সিসোদিয়া এবং অতিশির সাথে হাত মেলাতে দেখা যায়। ইতিমধ্যেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আবগারি নীতি সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপের মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছিলেন তিনি। দিল্লির আবগারি নীতি ২০২১-২২-এ অনিয়মের অভিযোগে আর্থিক তছরুপের তদন্তে ২১ মার্চ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। আবগারি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হেফাজতে থাকা অবস্থায় ২৬ জুন তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই।তাঁর মুক্তির পর আপ শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, 'সত্যমেব জয়তে'।আবগারি নীতি মামলায় সম্প্রতি জামিন পাওয়া প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বলেন, 'আজ আরও একবার মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সত্যের জয় হল। সত্যের শক্তিতে স্বৈরশাসকের কারাগারের তালা ভেঙে যায়। অতিশী বলেন, 'সত্যকে

এরপর ৩ পাতায়

কালীঘাটের বৈঠকেও জট?

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে অপেক্ষায় জুনিয়র চিকিৎসকরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নবান্নের মতোই কালীঘাটের বৈঠকেও সরাসরি সম্প্রচার নিয়ে জট। সূত্রের খবর, কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছলেও বৈঠকে যোগ দেননি জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরেই অপেক্ষা করছেন তাঁরা। সন্ধে ৭.২৫ পর্যন্ত এরকমই খবর মিলেছে।গত বৃহস্পতিবারও নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়েও রাজ্য সরকার সরাসরি সম্প্রচারের শর্তে রাজি না হওয়ায় ফিরে এসেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। আজও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে অপেক্ষায় রয়েছেন। ফের নিজেদের মধ্যে এক দফা আলোচনা করছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।এ দিন সন্ধ্যা

এরপর ৩ পাতায়

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন মঞ্চে হঠাৎ করে

উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুন। এই ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। গত পাঁচ দিন ধরে তাদের স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আন্দোলন চলছে। আর এই পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার চেষ্টা করা হলেও লাভের লাভ কিছু হয়নি। তবে কিছুক্ষণ আগেই সেই জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন মঞ্চে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সেখানেই তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে গিয়ে বড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, আমি আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিলাম। এমনকি রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিলাম।" স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলন মঞ্চে এসে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কড়া সিদ্ধান্ত রীতিমত তোলপাড় সৃষ্টি করেছে রাজ্য রাজনীতিতে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ। এদিন মমতা বলেন, "আমার সেফটি, সিকিওরিটির বারণ থাকা সত্ত্বেও আমি নিজে আপনাদের এখানে ছুটে এসেছি তার কারণ, আমি

এরপর ৩ পাতায়

শনিবার কলকাতার জনবহুল স্থানে

আচমকা বিস্ফোরণে জখম ১

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : শনিবার দুপুরে মধ্য কলকাতার জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণের ফলে একজন জখম হয়েছেন। এদিন দুপুর দুটো নাগাদ স্থানীয় তালতলা থানায় খবর আসে ব্লোচম্যান সেন্ট এবং এস এন ব্যানার্জী রোডের সংযোগ স্থল আচমকা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠেছে। এই ঘটনায় ৫৮ বছর বয়সী বাপি দাস নামে এক ব্যক্তিকে কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তালতলা থানার ওসি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন আহত ওই ব্যক্তিকে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার ডান কব্জিতে আঘাত লেগেছে। ব্রোচম্যান সেন্টের প্রবেশপথে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ ছিল। ঘটনার পর এলাকাটি সিকিউরিটি টেপ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এবং বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হলে তারা পৌঁছে ওই ব্যাগ এবং তার আশেপাশে এলাকায় তল্লাশি চালানোর পর ছাড়পত্র দিলে যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। ৫৮ বছর বয়সী জখম বাপি দাস নামে ওই ব্যক্তির ইছাপুরে বাড়ি হলেও সম্প্রতি এস এম ব্যানার্জী রোডের ফুটপাতেই থাকতেন। এন আর এস হাসপাতালে তরফ থেকে জানানো হয় তার চিকিৎসা চলছে আরও খানিকটা সময় দিতে হবে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারকে

'শ্রী বিজয় পুরম' নামে নামাঙ্কিত করার কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার এখন থেকে 'শ্রী বিজয় পুরম' নামে পরিচিত হবে। সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় এ কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে আমরা পোর্ট ব্লেয়ারকে 'শ্রী বিজয় পুরম' নামে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আরও বলেছেন যে পোর্ট ব্লেয়ার নামটির মধ্যে একটি ঔপনিবেশিক পরম্পরার স্পর্শ ছিল। কিন্তু বর্তমানে 'শ্রী বিজয় পুরম' নামটি হল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের বিজয়ের প্রতীক। একইসঙ্গে তা বিদেশি শাসনমুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক নিজস্ব পরিচিতি।

শ্রী অমিত শাহ-এর মতে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। এক সময় এই দ্বীপপুঞ্জ চোল সাম্রাজ্যের সামুদ্রিক যোগাযোগের এক স্থান ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আমাদের কৌশলগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকচিহ্ন হয়ে উঠেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে এখানেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসজি দেশের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা প্রথম উত্তোলন করেছিলেন। এখানকার সেলুলার জেলে অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে বন্দী ছিলেন বীর সাভারকারজি। এক স্বাধীন ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা সংগ্রাম করে গেছেন।

সাবেকিয়ানা প্রতিমার সাথে দৃষ্টিনন্দন প্যান্ডেল ও

আলোকসজ্জায় মেতে উঠবে কালিকাপুর নারায়ণ সংঘ !!

নিজস্ব সংবাদদাতা: নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অবিভক্ত ভাঙ্গর থানার প্রাণগঞ্জ অঞ্চলের কালিকাপুর গ্রামের "কালিকাপুর নারায়ণ সংঘ" পরিচালিত দুর্গা পুজো চলতি বছর ৮৮ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। জমিদারী আমলের পারিবারিক দুর্গোৎসব থেকে বারোয়ারি দুর্গাপুজোয় পরিণত হওয়া এই বনেদি পূজাই ছিলো কালিকাপুর গ্রামের আপামর গ্রামবাসীর কাছে আনন্দের প্রাণ ভোমরা, যা আজ ৮৮ তম বর্ষে মহিরুহে পরিণত হয়েছে। এই বছর পুজোয় কুমোরটুলির বিখ্যাত প্রতিমা শিল্পী মোহনবাঁশী রুদ্র পালের মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ীতে পরিণত হয়ে মণ্ডপ আলোকিত করবে।

পুজো কমিটির সভাপতি প্রদীপ সাধুখাঁ মহাশয় বলেন কালিকাপুর গ্রামের সকলের পূর্ণ সহযোগিতায় সম্পূর্ণ সাবেকিয়ানা বজায় রেখে চলতি বছরের পুজো সম্পন্ন হবে। প্রশাসনের সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুমারটুলীর প্রতিমা এবং সুন্দর পরিবেশের সাথে দৃষ্টিনন্দন প্যান্ডেল আর মন ভোলানো আলোকসজ্জার আকর্ষণে ঐতিহ্যবাহী কালিকাপুর নারায়ণ সংঘের এবছরের পুজো যে আলাদা জায়গা করে নেবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাবেকিয়ানা প্রতিমার সাথে মনোরম প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জার যে মেলবন্ধন ৮৮ তম বর্ষে কালিকাপুর নারায়ণ সংঘ ঘটিয়েছে তা দর্শন করার জন্য সকলের আমন্ত্রণ রইল।

মমতার 'মাস্টারস্ট্রোকে' ছত্রভঙ্গ চিকিৎসক আন্দোলন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেই জুনিয়র চিকিৎসকরা বিভ্রান্ত! বিশেষ করে ইন্টার্ন ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রথম বর্ষের ছাত্রদের কাছে শনিবার ছিল 'রেড লেটার ডে'। কয়েক হাত দূরে মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়ে, তাঁদেরই ধরনামঞ্চে। বলছেন, আমি আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী। সবমিলিয়ে গোটা আন্দোলন নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। সামনেই পিজিটির পড়ুয়াদের পরীক্ষা। ফলে এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন নাকি ফিরে যাবেন, তা নিয়েই তুঙ্গে বিতর্ক।ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা মানুষ। আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই।" এই বক্তব্যের পর জেলার ছাত্ররা ধরনামঞ্চ ছেড়ে অনেকেই বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছেন।

মঞ্চ থেকেই অভিভাবক সুলভ ঢঙে জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী নন, দিদি হিসেবে এসেছেন তিনি। একইসঙ্গে আন্দোলনকারীদের ৫ দফা দাবি সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন। মমতার সেই 'মাস্টার স্ট্রোকে' কার্যত ছত্রখান জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন! তাঁদের একটি জিবি বৈঠক চলছে বটে কিন্তু সূত্র বলছে, তমলুক, বর্ধমান, বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ এবং উত্তরবঙ্গ থেকে জুনিয়র চিকিৎসকরা ইতিমধ্যে ব্যাগ গোছাতে শুরু করে দিয়েছেন। বাড়ি ফিরে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।শনিবার দুপুর ঘড়িতে ১টা। হঠাৎই আন্দোলনকারীদের কাছে খবর আসে ধরনাস্থলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। খবর আসা আর মমতার পৌঁছনোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান মোটে মিনিট পাঁচেক। ফলে পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, আন্দোলনকারীদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা ঠিক করার সময়ই পাননি আন্দোলনকারীরা। মুখ্যমন্ত্রী সটান ধরনাস্থলে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মিশে যান। আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতোকে নিয়ে মাইক হাতে মঞ্চে উঠে পড়েন। বক্তব্য রাখেন। বলেন, "আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই। আপনারা আমার ভাইবোন। আমি ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা লোক। তোমাদের যন্ত্রণা আমি বুঝি। আন্দোলনের সমব্যথী।" এদিন তিনি যেভাবে প্রশাসনিক প্রধান থেকে আন্দোলনকারীদের 'দিদি' হয়ে উঠলেন তা দেখে ইন্টার্ন ডাক্তাররা কার্যত অবাক। ভিড়ে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে একটাই প্রশ্ন, এ কার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম আমরা!ধরনামঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, সমিতিতে কী চলত, তিনি জানতেন না। তাঁকে কেউ জানাননি। রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা কার্যত ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে! এবার থেকে রোগী কল্যাণ সমিতির মাথায় রাজনৈতিক নেতার বদলে থাকবেন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল। সদস্য হবেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ফলে তাঁদের সঙ্গে অধ্যক্ষ যোগাযোগ আরও নিবিড় হবে। রোগীরাও সমস্যা নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। সেখানে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই সমস্ত ঘোষণার পরই উঠে আসছে বেশ কিছু প্রশ্ন। রুমেলিকা কুমার, দেবাশিস হালদারের মতো এসইউসিআই ডাক্তার নেতারা ইতিমধ্যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা কেউই আর ছাত্র নন। বরং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। মোটা টাকা মাস মাইনে পান। তাঁরাই জুনিয়র চিকিৎসকদের 'উসকানি' দিচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে, শুক্রবার রাতেও চিকিৎসা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নন এমন বামনেতারা গোটা রাত কাটিয়ে গিয়েছেন ধরনাস্থলে। আলোচনা করেছেন আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ নিয়ে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর এই সমস্ত কিছু নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ সাংসদ রচনার

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রাজ্য থেকে রাজনীতি যখন তোলপাড় আর জি কর ঘটনা নিয়ে ঠিক এই পরিস্থিতিতে চুঁচুড়া মাঠে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের ৩৯ তম শারদীয়া তাঁত বস্ত্র মেলা। সাংসদ রচনা উদ্বোধন করেন সেই মেলার। ঘুরে ঘুরে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ব্যাগ, গামছাও কিনতে দেখা যায় তাঁকে। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আরজিকর এর ঘটনার ১ মাস অতিক্রান্ত। এবার পুজোয়

এরপর ৩ পাতায়

'শ্রী বিজয় পুরম' নামটি

ঔপনিবেশিক মানসিকতামুক্ত এক স্বাধীন সত্তার পরিচায়ক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে 'শ্রী বিজয় পুরম' নামটি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নির্ভীক সাধারণ মানুষের উদ্দেশে এক বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। আবার, একইসঙ্গে তা ঔপনিবেশিক পরম্পরামুক্ত এক স্বাধীন সত্তার প্রতীক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-এর সমাজমাধ্যমের এক বার্তার প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেছেন :

"শ্রী বিজয় পুরম' নামটি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সাহসী সাধারণ মানুষের উদ্দেশে এক বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। একইসঙ্গে তা ঔপনিবেশিক মানসিকতামুক্ত এক স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। দেশের ঐতিহ্যের এ হল এক বিশেষ উদযাপন।"

আমেরিকায় ইন্ডিয়া টুডের সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : আমেরিকায় ইন্ডিয়া টুডের এক সাংবাদিককে হেনস্থার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তীর কংগ্রেস কর্মীদের দিকে। আর এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধান বিরোধী দলকে তোপ দাগলেন। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন " কংগ্রেস বরাবর বর্বরতায় লিপ্ত'। তিনি বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বলেছেন" 'মহব্বত কি দুকান' আসলে বাইরে আবরণ। জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় নির্বাচন উপলক্ষে এক নির্বাচনী জনসভায় ভোট প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদল কংগ্রেসকে তুলোধোনা করে বলেন " ওরা দাবি করে যে মহব্বত কি দুকান চালায়। অথচ আমেরিকায় আমাদের দেশের একজন সাংবাদিকের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করেছে কংগ্রেস। যারা নিজেদের বাক স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন বলে দাবি করে তারাই বর্বরতায় লিপ্ত"। রাহুল গান্ধীর তিন দিনের মার্কিন সফরের আগে ডালাসে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কংগ্রেস কর্মীরা ইন্ডিয়া টুডে সাংবাদিক রোহিত শর্মাকে হেনস্থা করেন। রোহিত শর্মার অভিযোগ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলা নিয়ে পিত্রোদাকে প্রশ্ন করায় কংগ্রেস কর্মীরা প্রথমে আপত্তি করেন পরে ক্ষিপ্ত হয়ে রোহিতের ফোন কেড়ে নিয়ে ৩০ মিনিটের ইন্টারভিউয়ের ভিডিও ডিলিট করে দেয়। যদিও এই ঘটনাকে সমর্থন করেনি বলে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদা জানিয়েছেন।

২ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ সাংসদ রচনার

ফিরতে, উৎসবে ফিরতে। মুখ্যমন্ত্রীর কথা মেনেই শুরু হয়ে গেল রচনার সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীর 'উৎসবে ফেরা' মন্তব্য নিয়ে রচনা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তথা তৃণমূলের সদস্যরা মনে করেন, দিদি যা বলেন, চিন্তা ভাবনা করেই বলেন। পুজো অবশ্যই হওয়া দরকার। কারণ পুজো তো শুধু আনন্দ নয়, এর সঙ্গে বহু মানুষের রুজি রোজগার জড়িয়ে রয়েছেবিগত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বিচারের দাবিতে কর্মবিরতিতে জুনিয়র ডাক্তাররা। গত চারদিন ধরে রোদ জল উপেক্ষা করে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বসে রয়েছেন তাঁরা। এখনো পর্যন্ত বেরোয়নি কোনো সমাধান সূত্র। রচনা বলেন, তিনি সবসময়ই জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশে রয়েছেন। কারণ তাঁরা সকলেই বিচার চাইছেন। দোষী যাতে শাস্তি পায় তার জন্যই এই প্রতিবাদ আন্দোলন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে রয়েছেন।

একই সঙ্গে রচনা এও বলেন, চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে অনেক মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন। অনেক মানুষ মারা যাচ্ছেন। অনেক তিলোত্তমা তৈরি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে দেখলে ভালো হয়। রচনার আবেদন, জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে ফিরে আবেদন করুন।

আমি দিদি হিসেবে এসেছি,

আমার পোস্ট বড় নয়, মানুষের পোস্টই বড় কথা: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ওই বৈঠক লাইভ সম্প্রচার করতে হবে, যদিও তাতে সাড়া দেয়নি মমতার প্রশাসন। ফলে ভেস্তে যায় বৈঠক। রাজ্য সরকারের সচিবালয় নবান্নের সভা ঘরে প্রায় ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট অপেক্ষা করার পরেও যখন তৃতীয়বারের মত এই বৈঠক ভেস্তে যায়, তখন সংবাদ সম্মেলন করে মমতাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'মানুষের স্বার্থে আমি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না। কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক। তিলোত্তমা বিচার পাক। সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক।' দুই দিন পর আজ শনিবার দুপুরে কলকাতার সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন 'আমার পোস্টটা বড় কথা নয়। মানুষের পোস্টটাই বড় কথা।' মমতা এও বলেন 'আজ আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, বড় দিদি হিসেবে এখানে এসেছি।' এদিন আচমকাই আন্দোলনকারীদের ধরনা মঞ্চে এসে মমতা বলেন, 'আমি আজ এখানে ছুটে এসেছি তার কারণ আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই আমি নিজে ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা লোক। আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়। মানুষের পোস্টটাই বড় কথা।' আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মমতা বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন মঞ্চে হঠাৎ করে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনাদের আন্দোলনকে কুর্ণিশ জানাই। আমি নিজে ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা লোক। আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমার পদটা বড় কথা নয়, মানুষের পদটাই বড় কথা। কাল সারারাত ঝড়জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন আমিও সারারাত ঘুমাতে পারিনি। আমারও কষ্ট হয়েছে। আপনারা জেগে থাকলে পাহারাদার হিসাবে আমাকেও জেগে থাকতে হয়। এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান আমি আরনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনাদের দাবিগুলো কথা বলে সহানুভূতির সাথে স্টাডি করব। আমি অফিসারদের সঙ্গে কথা বলব। আমি একা সরকার চালাই না। আমার সাথে একটা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ সবাই আছেন। যদি কেউ দোষী হয় তিনি নিশ্চই শাস্তি হবে। আমি চাই তিলোত্তমার বিচার হোক। আমি সিবিআইকে অনুরোধ করব যত তাড়াতাড়ি বিচার হোক। তিন মাসের মধ্যে তারা যেন ফাঁসির অর্ডার দেয়। আর আপনাদের বলব, আমাকে একটু সময় দিন। আমি বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব। যদি আপনাদের আস্থা ভরসা আমার ওপর থাকে। আমি কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।'

জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা আমাদেরই ঘরের ভাই বোন। আপনারা কাজে যোগদান করুন। আমি বলতে পারি, আপনাদের প্রতি আমি কোনও অবিচার করব না।' মমতার আশ্বাস, 'হাসপাতালের উন্নয়নের সব কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি। আমি সব হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করব সেই হাসপাতালের অধ্যক্ষকে। আমি আরজি কর সহ সমস্ত হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতি ভেঙে দিলাম। অধ্যক্ষ, জন প্রতিনিধি, পুলিশ, জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার ও নার্সদের নিয়ে নতুন করে রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করা হবে।'

একই সঙ্গে দুর্নীতিতে অভিযুক্তের সঙ্গে নিজের দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন,ওযদি সত্যি কেউ দোষী হয় সে শাস্তি পাবে। দোষীরা কেউ আমার বন্ধু নয়, দোষীরা কেউ আমার শত্রুও নয়। আপনারা যারা ভাবছেন, কেউ আমার বন্ধু। আমি তাদের চিনিই না। আমি তাদের জানি না। আমাদের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। তারা এসেছেন প্রসেসের মাধ্যমে। এই প্রসেস ফাইনাল হয়ে আমার কাছে আসে। এক মাসের মধ্যে যারা এসেছেন তাদের কেউ যদি খুনের সঙ্গে, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে আমি নিশ্চই সাধ্যমতো চেষ্টা করব কথা বলে অ্যাকশন নেওয়ার।'

১-ম পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

ঝামেলা করা যায়, কিন্তু পরাজিত করা যায় না।অন্যদিকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়ান শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'জেলওয়ালার মুখ্যমন্ত্রী এখন 'জামিনওয়ালা'র মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কেজরিওয়ালের পদত্যাগও দাবি করেন তিনি।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, দিল্লির মানুষের কণ্ঠস্বর অনুযায়ী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তিনি তা করবেন না কারণ তার নৈতিকতার এক ফোঁটাও নেই... তিনি বলতেন, অভিযোগ থাকলেও একজন রাজনীতিবিদের পদত্যাগ করা উচিত। আর এখন জামিনে বাইরে, ৬ মাস জেলে ছিলেন, কিন্তু পদত্যাগ করছেন না... এখন তিনি আসামীর ক্যাটাগরিতে আছেন। তবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুক্তি পাচ্ছেন এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আপ নেতা কর্মীদের আনন্দের উল্লাস ছিল বেশ দেখার মত। খুশির আলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই মুক্তির জেরে অনেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তবে বিজেপি নেতৃত্ব এনিয়ে নানা কটাক্ষ করা শুরু করেন। এখন দেখার বিষয় হল দিল্লির সাধারণ জনগণ এই বিষয়টি কতটা আবেগ থাকে সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

১-ম পাতার পর

কালীঘাটের বৈঠকেও জট? মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে অপেক্ষায় জুনিয়র চিকিৎসকরা

৬.৪০ মিনিট নাগাদ কালীঘাটে পৌঁছয় জুনিয়র চিকিৎসকদের ৩২ জনের প্রতিনিধি দল।মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির গলিতেও প্রবেশ করেন তাঁরা। কিন্তু বৈঠকে ঢোকার ঠিক মুখে ফের বেঁকে বসেন কয়েকজন জুনিয়র চিকিৎসক। তাঁরা দাবি করেন, সরাসরি সম্প্রচার না হলে তাঁরা বৈঠকে যোগ দেবেন না। ফলে সন্ধে ৭.১০ নাগাদ বৈঠক শুরুর কথা থাকলেও বৈঠক শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শুরু করা যায়নি। গত বৃহস্পতিবার এই একই ছবি দেখা গিয়েছিল নবান্নে।

কালীঘাটের বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে জুনিয়র চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের পাঁচ দফা দাবিতে অনড় রয়েছেন। তবে সরাসরি সম্প্রচারের শর্ত নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁরা জানান, স্বচ্ছতার সঙ্গে বৈঠক চান তারা। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ জন প্রতিনিধিকে বৈঠকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। জুনিয়র চিকিৎসকরা অবশ্য তিরিশ জনের বেশি প্রতিনিধি নিয়েই কালীঘাটে পৌঁছন। তাতেও আপত্তি করেন পুলিশ প্রশাসন। এর পরেও বৈঠক ঘিরে তৈরি হল জট।এ দিন দুপুরেই স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়র চিকিৎসকদের ধরনা মঞ্চে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরই দু পক্ষ থেকেই নতুন করে আলোচনায় বসার বার্তা দেওয়া হয়। সেই মতো বিকেলেই আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা বৈঠকের জন্য সময় এবং স্থান জানতে চেয়ে ই মেল করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তার জবাবেই মুখ্যসচিব মেল করে কালীঘাটে বৈঠকের কথা জানান।

কালীঘাটে কেন বৈঠক ডাকা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেও জট কাটাতে নিজেদের সদিচ্ছার প্রমাণ দিতেই কালীঘাটে পৌঁছন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মনে করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক আজই হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত বৈঠক আজও হবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জট।

এবার রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত?

বিরাট নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আর জি কর নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য। এরই মাঝে গত ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানের আগের রাতে ছাত্রসমাজের ৪ প্রতিনিধিকে গ্রেফতার করেছিল গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে পদে পদে প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য ।এই মামলা বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজের এজলাসে গেলে তার প্রশ্ন ছিল, "কীসের

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৫৩ সংখ্যা ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার ২৯ ভাদ্র, ১৪৩১

৩ পাতার পর

আমি দিদি হিসেবে এসেছি, আমার পোস্ট বড় নয়, মানুষের পোস্টই বড় কথা: মমতা

মধ্যে আপনার অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আর কষ্ট না করে কাজে ফিরে যান। যদি আমার উপরে আস্থা-ভরসা থাকে, তবে আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সহানুভূতির সাথে আপনাদের দাবিগুলো ভেবে দেখব, চিন্তা করবো। আমি একা সরকার চালাই না। আমি আমার সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলব।' তার বার্তা 'যদি কেউ দোষী হয়, তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন। তবে বিনা কারণে কাউকে সাজা দেওয়া যায় না।' তার অভিমত 'দোষিরা কেউ আমার শত্রু নয়, বন্ধুও নয়। আমি তাদের চিনি না জানি না আমাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তারা শাস্তি পাবে।' আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের ভাইবোন হিসেবে সম্বোধন করে মমতা ব্যানার্জি বলেন 'আপনাদের বড় দিদি হিসেবে আমি আজ অনুরোধ করতে এসেছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অনুরোধ করতে আসিনি। হ্যাঁ, আমি মুখ্যমন্ত্রী আছি। আমি একটা দলেরও প্রতিনিধিত্ব করি। আমি আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী। আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমার কথা শুনুন।' তিনি আরও বলেন, 'আপনাদের কাছে আসা মানে ছোট হওয়া নয়। এটা আমার শেষ চেষ্টা, আপনাদের জন্য করে গেলাম। আমার উপর ছেড়ে দিন আপনারা জাস্টিস পাবেন, ইনজাস্টিস পাবেন না।' একসময় মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' বলে স্লোগান তুলতে থাকেন। এসময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'আমি নিহত নির্যাতিতার বিচার চাই। আমি চাই দোষীদের যেন তিন মাসের মধ্যে ফাঁসি হয়।'

এদিন ওই ধরনা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন কলকাতার আরজি কর হাসপাতালসহ রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির ভেঙে দিয়ে নতুন করে তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার পর জুনিয়র ডাক্তাররা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তারা আলোচনায় বসতে চান কিন্তু তাদের পাঁচ দফা দাবির সাথে কোন রকম

সম্পাদকীয়

অডিয়ো ক্লিপ সত্য, যাচাই করে দেখেছি, সাংবাদিক বৈঠকে জানাল পুলিশ

ডাক্তারদের মঞ্চে হামলার অভিযোগ তুলে শুক্রবার যে অডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল, তার সত্যতা নিয়ে সংশয় নেই, সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানাল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। ওই অডিয়োর ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই নেতা কলতান দাশগুপ্ত।শনিবার সকালে কলতানের গ্রেফতারির পর সুজন চক্রবর্তী অবশ্য দাবি করছেন, এটি সাজানো। কাউকে বদনাম করে আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই অডিয়োটি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে বলে দাবি বাম নেতার। বাম যুব নেতার গ্রেফতারি কিসের ভিত্তিতে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও। তাঁর মতে, বামেরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে অতিপ্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে কলতানকে গ্রেফতার করা হল? ওই অডিয়ো ক্লিপ কী ভাবে কুণালের কাছে গেল, তা নিয়েও প্রশ্ন বিজেপি নেতার।তাঁর গ্রেফতারির পর শনিবার সকালে সাংবাদিক বৈঠক করেছে পুলিশ। জানানো হয়েছে, ওই অডিয়োর ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হালতুর বাসিন্দা ধৃত সঞ্জীব দাস অডিয়োর কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। কলতানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে ডিসি অনীশ সরকার বলেন, "ভাইরাল অডিয়োতে দু'জনের মধ্যে কথোপকথন শোনা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক জন সঞ্জীব দাস, হালতুর বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য জন কলতান দাশগুপ্ত, সিপিএমের যুব সংগঠনের নেতা। ওই অডিয়ো সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে। আমরা তার সত্যতা যাচাই করে দেখেছি। অডিয়োর সত্যতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।"পুলিশ আরও জানায়, ধৃত সঞ্জীব ইতিমধ্যে স্বীকার করেছেন যে, অডিয়োতে তাঁর গলা শোনা গিয়েছে। কলতানকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। দু'জনকেই আদালতে হাজির করিয়ে ১৪ দিনের হেফাজত চাইবে পুলিশ। অনীশ বলেন, "তদন্তের সময় এঁদের স্বরের নমুনা মিলিয়ে দেখব। আইনানুগ পদ্ধতিতে তদন্ত হবে। অডিয়োতে আমরা আরও তিন জনের নাম পেয়েছি। সাহেব, দাদু এবং বাপ্পা। তাঁরা কারা, এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে তাঁরা কী ভাবে যুক্ত, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।"

অভিযোগ, সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে যেখানে আরজি করের বিচারের দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকেরা ধর্নায় বসেছেন, সেখানে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অডিয়ো প্রকাশ করে দাবি করেন, হামলার চক্রান্ত করছে বিরোধীরা। তার পর সেই হামলার দায় চাপানো হবে শাসকদলের উপর। পুলিশের তরফে আরও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধিরা যখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে নবান্নে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

অডিয়ো সংক্রান্ত মামলায় ধৃত সঞ্জীবের রাজনৈতিক পরিচয় জানায়নি পুলিশ। তাদের বক্তব্য, সঞ্জীবের ফোনে কিছু নাম পাওয়া গিয়েছে। তার ভিত্তিতেও তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২২৪, ৩৫২, ৩৫৩-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। কলতান নিজে অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁকে গ্রেফতারির নেপথ্যে রয়েছে কোনও 'ষড়যন্ত্র'।

কী শোনা গিয়েছিল প্রকাশ্যে আসা সেই কথোপকথনে?

কুণালের প্রকাশ করা অডিয়োয় এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, "সাহেব অর্ডার করেছে সল্টলেক ওড়ানোর জন্য।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, "অর্ডার হলে করে দে।" জবাবে প্রথম ব্যক্তি বলে, "যারা পার্টনার আছে সবাই প্রশ্ন করছে।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছেন, "কিছু ভেবেই তো বলেছে।" তা শুনে প্রথম ব্যক্তি বলেন, "আমি এত বছর এই কাজ করেছি, কোনও দিন ভয়ডর লাগেনি। কিন্তু এখন এটাতে বিবেকে লাগছে। করাটা কি ঠিক হবে? ওরা তো লোকের জীবন বাঁচায়।"

ফোনালাপ এখানেই শেষ নয়। এর পরই দ্বিতীয় ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তির উদ্দেশে বলেন, "তোকে তো ফাইট টু ফিনিশ করতে বলেনি।" প্রথম ব্যক্তির জবাব, "ছেলেরা মদ খেয়ে যায়। মারতে গিয়ে বেহাত যদি কিছু হয়ে যায়, সেটা তো চিন্তার বিষয়।" শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, "সেটা ওকে বল, আমার এমন মনে হচ্ছে, কী করব?" প্রথম ব্যক্তি বলেন, "বাপ্পাদাকে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বাপ্পাদা বলল, জানোয়ার হয়ে যায়নি এখনও।" দ্বিতীয় ব্যক্তির নির্দেশ, "ওই মতো করেই কর।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, "দাদু বলছে, নবান্নে মিটিং হয়নি। ওরা তো সল্টলেকে ফেরত চলে আসছে। ভাববে শাসকেরা মারটা মেরেছে।" তার পরই দ্বিতীয় ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তির উদ্দেশে বলেন, "কী বলল কথাটা বুঝেছ? বলছে, পুরো দোষটা দিয়ে আরও অশান্তিটা পাকানো যাবে। তবে কলকাতার কাউকে দিয়ে নয়। বাইরের লোক।" সব শুনে প্রথম ব্যক্তি বলেন, "ঠিক আছে দেখছি। কী করব? মাথা ফাটানোটা কি ঠিক হবে?" শেষে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, "দেখ, খানিকটা যদি কিছু করা যায়।"

আদ্যাশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

পেরেছিলেন। এ সময় নিরুপায় হয়ে তিনি ১০৮তম পদ্মস্বরূপ তাঁর নিজের চোখ উপড়ে নিতে উদ্যত হন। কথিত আছে যে পতিতপাবন রামের চোখকে নীল পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হতো বলে তাঁর অপর নাম ছিল 'পদ্মলোচন'। যাহোক, মা দুর্গা রামের একনিষ্ঠতা দেখে খুশি হয়ে স্বয়ং রামের সামনে আবির্ভূত হন এবং দৈত্যরাজ রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন। মা দুর্গার এই অসময়ে আবাহন বাংলায় 'অকালবোধন' হিসেবে পরিচিত হয়। তারপর থেকেই শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা প্রচলিত হয়। শরৎকালীন দুর্গাপূজা শারদোৎসব নামে পরিচিত হয় এবং সমস্ত বাঙালিঅধ্যুষিত অঞ্চলে বৃহদাকারে পালিত হয়। বসন্তকালীন দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত, যা ঐতিহ্যগতভাবে মূল দুর্গাপূজা হলেও শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের উন্মাদনায় তা প্রায় হারিয়ে গেছে।

যাহোক, আর্যরীতির সঙ্গে বাঙালির সৃজনশীলতা যুক্ত হয়ে দুর্গোৎসব বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। আনন্দময়ী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার আগমনবার্তায় বর্তমানে চরাচর আনন্দমুখর। আমরা দুর্গাপূজা বললেও আসলে এই পূজা মা দুর্গার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

এবার রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত? বিরাট নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট

ভিত্তিতে ওদের গ্রেফতার করল পুলিশ? আর যদি গ্রেফতার করেইছে তাহলে কীসের ভিত্তিতেই বা ছেড়ে দিল?' 'যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে তো পুলিশ যাকে যখন খুশি গ্রেফতার করবে আর ২৪ ঘণ্টা পরে ছেড়ে দেবে!" হাইকোর্ট আরও প্রশ্ন তোলে, 'খুনের চেষ্টার ষড়যন্ত্রেই গ্রেফতার হলে ২৪ ঘন্টায় ছেড়ে দেওয়া হল কেন? এত জঘন্যতম অপরাধের ভিত্তিতে এমন পদক্ষেপ কেন পুলিশের?' এরপরই এই নিয়ে কেস ডায়েরি সহ যাবতীয় নথি তলব করেছিলেন জাস্টিস ভরদ্বাজ।গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি। এবার ওই গ্রেফতার হওয়া ওই চার নেতার আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাই কোর্ট। 'অহেতুক' গ্রেফতারির ঘটনায় যুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চারজন। শুক্রবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চ তাদের আর্জি মঞ্জুর করল। যা নিয়ে অস্বস্তি আরও বাড়ল রাজ্য সরকারের। প্রসঙ্গত, আর জি কর (RG Kar) হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে গত ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় 'ছাত্র সমাজ'। তার আগের রাতেই গ্রেফতার করা হয়েছিল এই চার জনকে। পুলিশ জানায় ২৬ আগস্ট রাত ৯ :৫৫ টা নাগাদ তারা জানতে পারেন যে ওই ৪জন কোনো অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ২৭ অগাস্ট রাত ১২:০৫ নাগাদ গ্রেফতার করা হয় ওই চার যুবককে।ওই দিন সকালেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, ওই চার ছাত্রনেতা নিখোঁজ বলে তাদের গ্রেফতারি বা আটক করার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। পরে পাল্টা পুলিশ তরফে জানানো হয়, 'খুনের ছক কষায়' জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরদিন বিকেলেই অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

রাহুলকে কেন 'গুন্ডা' বললেন মোদি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটের প্রচারে গিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে গুন্ডামির অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার জম্মু ডোডায় বিজেপির সভায় তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের যে নেতা 'মহব্বত কি দুকান' বলেন, তিনি এবং তার সঙ্গীরা আমেরিকার মাটিতে ভারতীয় সাংবাদিকের উপর হামলা চালিয়েছেন।'

আমেরিকায় রাহুলের সফরসঙ্গী 'মিডিয়া টিম'-এর কয়েক জন সদস্য একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিকে হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার ওই অভিযোগ ওঠার পরেই কংগ্রেসের বৈদেশিক শাখার চেয়ারম্যান শ্যাম পিত্রোদা কড়া ভাষায় ঘটনার সমালোচনা করে বলেন, কংগ্রেস কখনও এমন আচরণ সমর্থন করে না। জম্মুতে প্রচারে গিয়ে সেই প্রসঙ্গেই শনিবার সরব হন মোদী।

ডোডায় নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে মোদী জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা নিয়েও ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-কংগ্রেস জোটকে নিশানা করেন শনিবার। এনসি প্রধান ফারুক আবদুল্লা এবং তার ছেলে ওমরকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'ওই রাজবংশের প্রতিনিধিরা জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।' সেই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এনসি-কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে জম্মুর প্রতি অবহেলার অভিযোগও তোলেন তিনি। অতীতে মেহবুবা মুফতির নেতৃত্বাধীন পিডিপির সঙ্গে জোট করলেও সম্প্রতি তাদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদের মদতদাতা' বলে চিহ্নিত করেছে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে মোদীর মন্তব্য, 'আমরা যখন পিডিপির সঙ্গে জোট করেছিলাম, তখন তাদের মধ্যে ভুল নজরে আসেনি।'

মোদী শনিবার থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটপ্রচার শুরু করলেন। শনিবার ভোরেই জম্মুর কিস্তওয়ারে সশস্ত্র গোষ্ঠীর গুলিতে দুই সেনা নিহত হয়েছেন। অন্য দিকে, কাশ্মীর উপত্যকার বারামুলায় সেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে তিন সশস্ত্র যোদ্ধা। গত ২৪ ঘণ্টায় এই নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় দুই সেনা-সহ মোট সাত জনের মারা গেছে। শুক্রবার কাঠুয়ায় ভারতের সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে দুই সশস্ত্র বিদ্রোহীর মৃত্যু হয়েছিল।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবতারা ভালোবাসে নাচ দেখতে। তুমি যদি তোমার নাচ দেখিয়ে তাদের মুগ্ধ করতে পারো, তাহলে তারা তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবে।”

আশার মোম জ্বলে উঠলো বেহুলার চোখে, মনে, সারা চেতনায়। সে স্বর্গে গেলো। দেবতারা ব'সে আছে তাদের সামনে বেজে উঠলো বেহুলা, বেজে উঠলো তার পায়ের নূপুর। বেহুলার নাচে চঞ্চল হয়ে উঠলো চারদিক, তার নূপুরের ধ্বনিতে ভ'রে গেলো স্বর্গলোক। বেহুলার নৃত্যে এক অসাধারণ ছন্দ। **ক্রমশঃ**

এবার ভারতে চিতাবাঘ আতঙ্ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের তামিলনাড়ুর নীলগিরিতে চিতাবাঘের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। লোকালয়ে ঢুকে বাড়ি থেকে হাঁস, মুরগি, কখনও বা গরু, ছাগল শিকার করছে। আর এই ঘটনায় ভয়ে রয়েছেন নীলগিরির গুডালুর গ্রামের বাসিন্দারা। শুক্রবার ভোরে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে চিতাবাঘটিকে। স্থানীয়দের দাবি, বেশ কিছু দিন ধরেই বাড়ির গরু, ছাগল এবং হাঁস, মুরগি রাতে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। রহস্যভেদ করতে স্থানীয়েরাই রাত জাগা শুরু করেন। তখনই তাঁরা রাস্তায় একটি চিতাবাঘকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। লোকালয়ে চিতাবাঘ ঢুকে পড়ার খবর ছড়াতেই গ্রামে হুলস্থুল পড়ে যায়। খবর দেওয়া বন দফতরকে। সেই খবর পেয়েই বন দফতরের একটি দল চিতাবাঘটির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। পাতা হয়েছে ফাঁদও।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই প্রথম নয়, এর আগেও লোকালয়ে বেশ কয়েক বার চিতাবাঘ এবং অন্যান্য বন্য প্রাণী ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে উল্লেখযোগ্য যে, শুধু রাতের বেলাতেই নয়, গত কয়েক মাস ধরে দিনেও লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে এই সব বন্যপ্রাণীদের। যা গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে। নীলগিরি জেলায় ঘন জনবসতি এবং বন্যপ্রাণীর আধিক্যও রয়েছে। তাই মাঝেমধ্যেই বসতি এলাকায় চিতাবাঘ, বাঘ এবং হাতি ঢুকে পড়ে। খাবারের খোঁজেই লোকালয়ে বন্যপ্রাণীরা বার বার ঢুকছে বলে জানিয়েছেন বন দফতরের এক কর্মকর্তা।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

চোখ ছল ছল শ্রদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আট থেকে আশি, শ্রদ্ধা কাপুরের প্রেমে বানভাসি। তার অভিনয় দক্ষতা আর নজরকাড়া সৌন্দর্যে মোহিত হন দর্শক। এর প্রমাণ মিলবে ১৫ আগস্ট মুক্তি পাওয়া 'স্ত্রী-টু' সিনেমার আয়ের হিসাব কষলে। স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত এটি ৬৫৫ কোটি রুপি আয় করেছে; যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯৩৫ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে চলতি বছরে সর্বোচ্চ আয় করা হিন্দি সিনেমার তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে এটি। সিনেমাটির প্রথম কিস্তিও দর্শকের মনে ধরেছিল। আয় করেছিল ১৮১ কোটি রুপি বা ২৫৮ কোটি টাকা। একাধিক ব্যবসাসফল সিনেমা আছে শ্রদ্ধার ঝুলিতে। তবে অবাক করা তথ্য হলো, বাবা শক্তি কাপুর বলিউডের নামজাদা অভিনেতা হলেও তার পথচলা সহজ ছিল না। প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করতে হয়েছে। একের পর এক বাধার দেয়াল টপকাতে হয়েছে তাকে। এক সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের কঠিন সময় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাকে অনেক ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এমনও হয়েছে যে, জানি অভিনয় করব। কথাবার্তা হয়েছে। দুদিন বাদে হয়তো শুটিং করতে যাব। কিন্তু আচমকাই খবর পেলাম আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও এগুলো নিয়ে আমি কোনো দিন খুব বেশি ভাবিনি।

কষ্টের এ কথা বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন শ্রদ্ধা। ভিজে যায় চোখ। ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই অনুরাগীরাও তার ব্যথা ভাগ করে নেন। শ্রদ্ধার প্রথম ছবি 'আশিকী-টু' বলিউড বক্স অফিসে হইচই ফেলে দিয়েছিল। যদিও এরপর সেভাবে সফলতার দেখা পাননি। কিন্তু হতাশ হননি। চেষ্টা চালিয়ে গেছেন বলেই এখন তার বৃহস্পতি তুঙ্গে।

রহস্যময় অক্ষয়

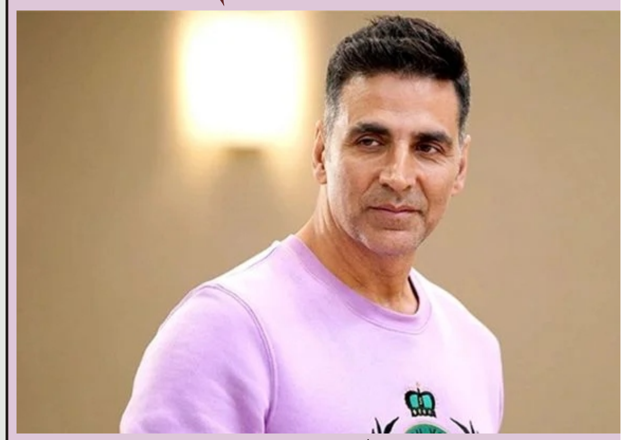

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অক্ষয়ের জন্মদিন ছিল ৯ সেপ্টেম্বর। পা রাখলেন ৫৭ বছরে। এ উপলক্ষে নতুন ছবি 'ভূত বাংলা'র মোশন পোস্টার প্রকাশ করলেন তিনি। এতে দেখা গেল, তার কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে কালো বিড়াল। আর হাতে থাকা দুধের বাটিতে জিব বাড়িয়ে দিয়েছেন। চোখেমুখে রহস্যময় অভিব্যক্তি। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, এতে থাকবে ভয়াবহ আবহ। পরতে পরতে হাস্যরস। যাকে বলে হরর-কমেডি। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন প্রিয়দর্শন। ১৪ বছর পর আবার তারা একসঙ্গে কাজ করছেন। এর আগে ২০১০ সালে এ পরিচালকের 'খাট্টা-মিঠা' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অক্ষয়। অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে অভিনেতা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, প্রিয়দর্শনের সঙ্গে পুনরায় কাজের সুযোগ পেয়ে আমি খুবই উৎসাহিত। দীর্ঘ অপেক্ষার পরে শুরু হচ্ছে এ স্বপ্নের ছবি। সঙ্গে থাকুন।

অক্ষয় ছাড়াও আর কে কে অভিনয় করবেন–সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশিত হয়নি। তবে ২০২৫ সালে মুক্তি পাবে এটি। এর আগেও ভৌতিকধর্মী ছবিতে অভিনয় করেছেন এ অভিনেতা। বিশেষ করে 'ভুলভুলাইয়া' জনপ্রিয় একটি ছবি। যেটি মুক্তি পেয়েছিল ২০০৭ সালে।

আমার কণ্ঠ ঈশ্বরের দান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বসন্তকন্যা লগ্নজিতা চক্রবর্তী। ঋতুরাজ বসন্ত আসে তার গানে ভর করে। শিশুসুলভ কণ্ঠ, অথচ তিনি কুহকময়ী। তার জাদুকরী সুরে মিলেমিশে একাকার গঙ্গা-পদ্মা। তবে এখন গান রেখে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন। এর মাঝেই কথা বলেছেন প্রতিদিনের বাংলাদেশের সঙ্গে।

নারী চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। কিন্তু এতদিনেও মূল অপরাধীরা ধরা পড়েনি। বিচারব্যবস্থাকে দুষবেন?

বিচার পাওয়ার আশা নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। বাড়িতে বসে থাকতে পারিনি। বাংলায় নারীদের সুরক্ষা যে কতটা কম, তা এ ধরনের ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। এতটা দিন পেরিয়ে গেল, এখনও অপরাধীদের ধরে শাস্তি নিশ্চিত করা হয়নি। বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা হারাচ্ছি। তদন্ত প্রক্রিয়াতেও অসন্তোষ আছে।

তিনি তো আপনার গানের ভক্ত ছিলেন। তার কলার টিউনে আপনার 'বেহায়া' গানটি সেট করা ছিল।

এটা জানার পর থেকেই বুকটা ফেটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে দেখা না হওয়াটা আমাকে বড্ড বেশি পোড়াবে। এখন যদি দেখা হতো, তাহলে তাকে জড়িয়ে ধরতাম।

বাংলাদেশেও আপনার গান জনপ্রিয়। জানেন তো নিশ্চয়ই? বাংলাদেশের শ্রোতারা যে আমার গান পছন্দ করেন সেটা আমি ফেসবুক-টুইটারে প্রমাণ পাই। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার কাছে এটা ভালো লাগার বিষয়।

আপনার কণ্ঠ অন্য সবার মতো না। দূর থেকে শুনলে যে কেউ বলে দিতে পারেন– এটা লগ্নজিতার গান। এই 'ব্র্যান্ডিং' উপভোগ করেন?

উপভোগের লজিক্যালি কোনো কারণ নেই। আমার কণ্ঠ পুরোপুরি ঈশ্বরপ্রদত্ত। এতে আমার কোনো হাত নেই। আমি শুধু রেওয়াজের মাধ্যমে কণ্ঠকে আরও শ্রুতিমধুর করি। তবে নিজেকে খুব লাকি যে, আমার কণ্ঠ ভিন্নরকম।

আপনার গানের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়!

একটু আগে আপনি বলছিলেন, আমার কণ্ঠ অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম। গানের সংখ্যা কম হওয়ার পেছনে এটি বড় কারণ। সব গানে আমার কণ্ঠ মানায় না। সেজন্য গান পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। যেহেতু সব গান আমার গলায় মানায় না, তাই আমাকে দিয়ে বাছাইকৃত কিছু গান করানো হয়।

শুনেছি, বিদেশে কনসার্ট করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সত্যি?

ঠিকই শুনেছেন। তবে একদম যে করব না, তা নয়। আপাতত করতে চাই না। ২০১৯ সালের পূজায় শেষবার বিদেশে অনুষ্ঠান করেছি। দেশের বাইরে স্টেজ-শো করার ব্যাপারেও কিছু খারাপ অভিজ্ঞতা আছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চাই না।

কিন্তু বাংলাদেশে কনসার্ট করার জন্য মুখিয়ে আছেন–

একদম তাই। বাংলাদেশ আমার কাছে বিদেশ নয়। পশ্চিমবঙ্গ আমার কাছে যেমন, বাংলাদেশও ঠিক তেমন। কিন্তু দেশটির প্রতি আমার খুব অভিমান জমে আছে। এখন অবধি আমি দেশটিতে একটি কনসার্টও করতে পারিনি। অথচ আমার বন্ধু-বান্ধব, সিনিয়র-জুনিয়ররা একবার হলেও বাংলাদেশে গান গেয়েছেন। এটা নিয়ে এক প্রকার দুঃখ আছে। আমি মন থেকে চাই, বাংলাদেশে স্টেজ-শো করতে।

'মধ্যরাতে রাস্তায় আমি, কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুই বাংলায় তুমুল জনপ্রিয় অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। কলকাতার সিরিয়াল 'বোঝে না সে বোঝে না'তে অভিনয় দারুণ পছন্দ করেছিলেন দর্শকরা। পাখি চরিত্রে মধুমিতার সাবলীল অভিনয়ে মুগ্ধ হননি এমন মানুষ পাওয়া কঠিন।

সেই মধুমিতা রাত ২টায় কলকাতার রাস্তায় একা ঘুরে বেড়ালেন। আরজি কর-কাণ্ডের পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে রাতের শহর কতটা নারীদের জন্য নিরাপদ?

শহরের নিরাপত্তা কেমন তার খোঁজ করতেই রাতের আঁধারে রাস্তায় বের হলেন মধুমিতা। এ সময় তার পরনে ছিল সাদা কুর্তি। কপালে হলুদ তিলক। মধুমিতার বেশ দেখেই বোঝা যায়, কোনো মন্দিরে গিয়েছিলেন তিনি। সেই ভিডিওতে অভিনেত্রী দাবি করেন, মধ্যরাতের রাস্তায় তিনি নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছেন না। কেউ কোনোভাবে বিরক্ত করছেন না।

মন্দিরে প্রণাম করে মধুমিতা বলেন, এখন রাত ২টা। এই সময় এমন নির্জন জায়গায় একা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেউ কিন্তু আমার দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে না। লোকজন আছে। পেছন থেকে গাড়ি আসছে দেখেছেন? কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। এটাই তো চাই আমরা মেয়েরা। তাই তো?

নারী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নারীদের সুরক্ষা বাড়াতে কয়েকটি ব্যবস্থা নেয় রাজ্য। তার মধ্যে বলা হয়, মেয়েদের রাতের শিফট সুযোগ থাকলে বাদ রাখতে হবে। মধুমিতা বলেন, কত মেয়েরা রাতে কাজ করে ফেরে। কেউ কল সেন্টার থেকে কাজ সেরে আসেন। আমরা অভিনেতারাও যেমন অনেক সময় রাত করে ফিরি। এই শারদীয়ায় এইটুকুই আমি চাই, ভারতের প্রতিটা মেয়েই যেন এমন নিরাপদ বোধ করতে পারে।

সিরিয়ালের জনপ্রিয় মুখ মধুমিতা সরকার সূর্য্য, চিনি, দিলখুশ, কুলের আচার, ট্যাংরা ব্লুজ, লাভ আজকাল পরশু নামে সিনেমাগুলোতে অভিনয় করেছেন।

সন্তানের জন্য অভিনয় ছাড়তেও প্রস্তুত দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রথম সন্তানের বাবা-মা হলেন দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) মুম্বাইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। আর নিজ সন্তানের জন্য অভিনয় ছাড়তেও তার আপত্তি নেই। গত শনিবার বিকেলে মুম্বাইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালের সামনে পরিবারসহ দেখা যায় দীপিকাকে। সেই সময় দীপিকার সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন অভিনেত্রীর মা। গাড়িতে না থাকলেও হাসপাতালে ঢোকার সময় অভিনেত্রীর সঙ্গেই ছিলেন রণবীর সিং। এর আগে জানানো হয়েছিল দীপিকা-রণবীরের সন্তান ২৮ সেপ্টেম্বর ভূমিষ্ঠ হতে পারে। তার আগেই সন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেত্রী।

ইনস্টাগ্রামে এক যৌথ বিবৃতিতে সংসারে নতুন অতিথি আসার খবর নিশ্চিত করেছেন দীপিকা-রণবীর। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে দীপিকা-রণবীর লিখেছেন, 'ওয়েলকাম বেবি গাল' তাদের এই পোস্টে দুই তারকার ভক্ত-অনুসারী থেকে বলিউড তারকারা শুভকামনা জানিয়েছেন।

কিছুদিন আগেই মাতৃত্বকালীন ফটোশুটে ধরা দেন দীপিকা। অভিনেত্রীর সেই বেবিবাম্প ফটোশুটের ছবিও প্রশংসিত হয় অন্তর্জালে। আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রণবীর জানিয়েছিলেন, তিনি কন্যাসন্তান চান। 'আমি চাই, মেয়ে হোক, দীপিকার মতো কন্যা পেলে জীবন পূর্ণ হয়,' বলেছিলেন তিনি। অন্যদিকে ভোগ সাময়িকীতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দীপিকাও বলেছিলেন, তিনি বাচ্চাকাচ্চা ভালোবাসেন। এমনকি সন্তানের জন্য অভিনয় ছাড়তেও তার আপত্তি নেই।

২০১৩ সালে 'গোলিয়োঁ কি রাসলীলা: রামলীলা' ছবির শুটিং থেকে শুরু হয় দীপিকা ও রণবীরের প্রেম। এর পরে 'বাজিরাও মস্তানি', 'পদ্মাবত' এবং '৮৩'-র মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন তারা। ২০১৮-র ১৪ নভেম্বর 'লেক কোমো'-তে রাজকীয় কায়দায় বসেছিল দীপিকা ও রণবীরের বিয়ের আসর। চলতি বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা জানান তারকা-দম্পতি।

বাংলাদেশ সিরিজটা আমাদের জন্য সহজ হবে না: পন্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোটে দুটো ম্যাচেই টেস্টে ক্রিকেটের সব হিসেব নিকেশ বদল দিয়েছে টাইগাররা। পাকিস্তানকে ধবল ধোলাইয়ের পর বাংলাদেশকে নিয়ে নতুন করেই ভাবতে বাধ্য হচ্ছে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম টেস্টের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডই যেন তারই প্রমাণ। কোনো বিশ্রাম নয়, পূর্ণ শক্তির ১৬ সদ্যের দলে অভিজ্ঞদের সঙ্গে আছেন দুলীপ ট্রফিতে পারফর্ম করা-রাই।

১৯ সেপ্টেম্বরের চেন্নাই টেস্টকে সামনে রেখে গোটা দল নিয়ে ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ভারতীয়দের অনুশীলন। ৬ তারিখ শুরু হওয়া এই ক্যাম্প চলবে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তবে সেখানে এমন একজন আছেন যিনি টিম ইন্ডিয়ার মূল দলের সদস্যই নন।

হিমাংশু সিং। উচ্চতা ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি বয়স ছুঁয়েছে ২১। মুম্বাইয়ের এই রাইটআর্ম অফব্রেক স্পিনার একটানা বোলিং করেছেন রোহিত-জয়সওয়ালদের। কিন্তু কেন! বরাবরই চিপকের চিদাম্বারাম স্টেডিয়ামের উইকেটে থেকে বাড়তি সাহায্য পেয়ে থাকেন বোলাররা, আলাদা করে বললে স্পিনাররা। প্রথম টেস্টের জন্য ভারতীয় দলে আছেন ৪ স্পিনার। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্সার প্যাটেল ও কুলদীপ যাদব। অন্যদিকে টাইগার স্কোয়াডেও থাকবেন চার স্পেশালিস্ট স্পিনার। সাকিব, মিরাজের সঙ্গী তাইজুল আর নাঈম। মূলত বাংলাদেশি স্পিনারদের সামলাতেই হিমাংশু সিংকে অনুশীলনে ডেকেছে ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট। বোলিং অ্যাকশনও তার অশ্বিনের কাছাকাছি। সবমিলিয়ে অজিত আগারকার এবং তার সহ-নির্বাচকেরা মুগ্ধ হিমাংশুর বোলিংয়ে।

এই সিরিজ দিয়েই আবারো নতুন শুরুর অপেক্ষায় আরও একজন। টিম ইন্ডিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান রিশাভ পন্ত। বছর দুইয়েক আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজই ছিল যার শেষ টেস্ট। এরপর দূর্ঘটনার দরুণ ছিটকে পড়েন স্কোয়াড থেকে। রঙিন পোশাকে আগেই আন্তর্জাতিক সার্কিটে প্রত্যাবর্তন করা পন্ত, কথা বলেছেন বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে। নিজের টেকনিক উন্নতিতে রাহুল দ্রাবিড় নন, কৃতিত্ব দিয়েছেন সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রীকে।

পন্ত বলেন, 'বাংলাদেশ সিরিজা আমাদের জন্য সহজ হবে না। আমার জন্য তো একেবারেই না। যদি টেকনিকে পরিবর্তনের কথা বলেন, রবি শাস্ত্রী খেলার ক্ষেত্রে আমায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। একটা সময় ছিল যখন আমি বারবার অফ স্পিনারদের বলে আউট হচ্ছিলাম। এরপর অফ স্পিনারদের সামলানোর একটা পথ উনি বের করেছিলেন।'।

নেশন্স লিগ:
বেলজিয়ামকে হারিয়ে প্রথম জয় পেল ফ্রান্স

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নেশন্স লিগের নতুন আসরের প্রথম ম্যাচেই ইতালির কাছে ৩-১ হেরে গিয়েছিল ফ্রান্স। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা। ৯ সেপ্টেম্বর রাতে বেলজিয়ামকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ফরাসিরা।

ঘরের মাঠে খেলা হলেও, ম্যাচের শুরুতে ফ্রান্সকে বেশ চাপে ফেলেছিল বেলজিয়াম। তবে নিজেদের ঘুচিয়ে নেয়ার পর একের পর এক আক্রমণ চালায় কোলো মুয়ানি-থুরামরা। ম্যাচের ২৯তম মিনিটেই গোলের দেখা পেয়ে যায় ফ্রান্স।

দেম্বেলের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান বেলজিয়াম গোলরক্ষক। ফিরতি বলে জোরাল শটে জাল খুঁজে নেন ফরাসি স্ট্রাইকার কোলো মুয়ানি। এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ফ্রান্স। দ্বিতীয় হাফেও আক্রমণের ধারা বজায় রাখে ফ্রান্স। দ্বিতীয় হাফের শুরুতেই দুইটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন ফরাসি মিডফিল্ডার মানু কোনে।

৫৭ মিনিটেই দুই গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। কান্তের বল ডি বক্সের বাইরে পেয়ে গোল করেন উসমান দেম্বেলে। এরপর বদলি হিসেবে নেমে দুইটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে বেলজিয়ামের গোলরক্ষক ক্যাস্টিলস দলকে বাচান। ম্যাচে কিছু গোলের সুযোগ পেয়েছিল বেলজিয়ামও। তবে ফ্রান্সের ডিফেন্স ও গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় গোলের দেখা পায়নি ডি ব্রুইনে-ডকুরা।

ইউএস ওপেন জিতে
সিনারের ইতিহাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইয়ানিক সিনার কেন সবার সেরা, তা তিনি আবারও প্রমাণ করলেন। প্রথম ইতালিয়ান হিসেবে ইউএস ওপেনের শিরোপায় নাম লেখালেন তিনি।

৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজকে ৬-৩, ৬-৪, ৭-৫ গেমে হারিয়ে বছরের শেষ গ্র্যান্ডস্ল্যাম জেতেন তিনি। এটি তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডস্ল্যাম। এর আগে, চলতি বছরের শুরুতেই ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ডস্ল্যাম জিতেছিলেন ২৩ বছর বয়সী এই ইতালিয়ান।

ইউএস ওপেনে শিরোপা জেতার মধ্য দিয়ে সমালোচকদের জবাবও দিলেন সিনার। এই গ্র্যান্ডস্ল্যাম খেলতে নামার আগে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। গত মার্চে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে খেলার সময় সিনারের শরীরে ক্লোস্টেবল পাওয়া গিয়েছিল। এই পদার্থটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ব অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি। তবে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি আন্তর্জাতিক টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সি। তারা জানায়, ইতালির এই টেনিস তারকা ইচ্ছাকৃতভাবে ডোপিং করেননি। তার ফিজিওথেরাপিস্ট না জেনে কোনো একটি ওষুধ দিয়েছিলেন, সেটার মধ্যে ক্লোস্টেবল ছিল।

ইউএস ওপেনে শিরোপা জয়ের পর সিনার বলেন, এই গ্র্যান্ডস্ল্যামটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার ক্যারিয়ারের সাম্প্রতিক সময়টা সহজ ছিল না, তবে আমায় আমার দল এবং পরিবার খুব সাহায্য করেছে। আমি টেনিস ভালোবাসি, তবে কোর্টের বাইরেও আমার একটা জীবন আছে। আমার এক আত্মীয়ের শরীর ভালো নয়, তাই আমি এই শিরোপা তাকেই উৎসর্গ করতে চাই। আমি জানি না, কতদিন তাকে আর আমি দেখতে পাব, তাই তার সঙ্গেই এই শিরোপা আমি ভাগ করে নিতে চাই।

এবার সুপার সাব রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগের ম্যাচে ফুটবল ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়ার পর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম একাদশে ছিলেন না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। শেষ পর্যন্ত বদলি হিসেবে নেমে দলকে জয় এনে দিলেন পর্তুগিজ এই তারকা। টানা দুই জয়ে দলকে নেশন্স লিগের ১ নম্বর গ্রুপের শীর্ষস্থানে নিয়ে গেলেন তিনি। ঘরের মাঠে রোববার রাতে নেশন্স লিগের ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল। প্রথমে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত রোনালদো ম্যাজিকে জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে পর্তুগিজরা। প্রথমার্ধে খেলার ৭ মিনিটে স্কট ম্যাকটোমিনের গোলে এগিয়ে যায় স্কটল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রুনো ফার্নান্দেস সমতা ফেরানোর পর দলকে জয় এনে দেন রোনালদো। টানা দুই ম্যাচে গোল করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এই প্রথম গোল করলেন রোনালদো। সব মিলিয়ে ৪৯ দলের বিপক্ষে জালে বল পাঠালেন তিনি। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আগের ম্যাচে ছুঁয়েছিলেন নয়শ গোলের সীমানা। ৩৯ বছর বয়সী মহাতারকার গোল হলো ৯০১টি। এই গোলের মধ্য দিয়ে হাজার গোলের পথে যাত্রা হলো শুরু রোনালদোর। ৯০০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার আগেই রোনালদো বলেছেন, ক্যারিয়ারে ১ হাজার গোল করতে চান তিনি।

নেশন্স লিগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে গোল করে ৯০০ পূরণ হয় তার। এরপর নতুন শুরু পরের ১০০ গোলের পথে। সেখানেও সূচনাটা হয়েছে দারুণ। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে বদলি নেমে তিনি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন শেষ দিকে। তার গোলেই ম্যাচ জিতেছে পর্তুগাল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে যেটি তার ১৩২তম গোল আর ক্যারিয়ার গোলসংখ্যা এখন ৯০১টি। ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে রোনালদোর সতীর্থ ফার্নান্দেসের নিজের কাছেও। তার ক্যারিয়ারের ৬০০তম ম্যাচ এটি। তার জন্মদিনও ছিল এ দিন। ৩০ বছর পূর্ণ করা এই ফুটবলারের গোলেই এ দিন সমতা ফেরায় পর্তুগাল।

লিসবনে স্কট ম্যাকটমিনের গোলে সপ্তম মিনিটেই এগিয়ে যায় স্কটল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধের নয় মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ফার্নান্দেসের গড়ানো শট স্কটিশ গোলকিপারের হাত ছুঁয়ে স্পর্শ করে জাল। পরে ৮৮তম মিনিটে নুনো মেন্দেসের বাড়ানো বলে দ্রুতগতিতে ছুটে এসে বল জালে পাঠান রোনালদো। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এটিই তার প্রথম গোল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি দেশের বিপক্ষে গোল করার রেকর্ডটি তিনি সমৃদ্ধ করলেন আরও। ৪৮ দেশের বিপক্ষে গোলের স্বাদ পেলেন ইতিহাসের সফলতম গোলস্কোরার। শুরুর একাদশে হোক বা বদলি নেমে, রোনালদো যে সব ভূমিকায় পার্থক্য গড়তে পারেন, সেটিই ম্যাচের পর তুলে ধরলেন ফার্নান্দেস। পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দিলেন ৩৯ বছর বয়সী তারকার লক্ষ্যের কথাও। 'তার প্রভাব সবসময়ই একইরকম, সেটা তিনি বেঞ্চে বসে ম্যাচ শুরু করুন কিংবা নয়। বদলি নামা সবাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে আজকে। ক্রিস্টিয়ানো তো ক্রিস্টিয়ানোই। আজকে আবার গোল করলেন, ৯০১ গোল হয়ে গেল তার এবং হাজারের পথে তার যাত্রা শুরু হলো, যেটা তিনি খুব করে চান'। টানা ২ জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে উঠে এসেছে পর্তুগাল। লুকা মদ্রিচের একমাত্র গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছে ক্রোয়েশিয়া। একটি করে জয়ে এই দুটি দলের পয়েন্ট ৩ করে। টানা দুই হারে এখনও পয়েন্টের খাতাই খুলতে পারেনি স্কটল্যান্ড। এদিকে, সুইজারল্যান্ডকে উড়িয়ে প্রথম জয়ের দেখা পেলো স্পেন। জেনেভায় রোববার 'এ' লিগের ৪ নম্বর গ্রুপের খেলায় সুইসদের ৪-১ গোলে হারিয়েছে ইউরোর শিরোপাধারীরা। জোড়া গোল করেছেন ফ্যাবিয়ান রুইজ। অন্য দুই গোলদাতা হোসেলু ও ফেরান তোরেস। সুইজারল্যান্ডের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন জেকি আমদৌনি। নেশন্স লিগের চলতি আসরে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নিল লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। সার্বিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে মুকুট ধরে রাখার অভিযান শুরু করেছিল স্পেন। এক ঘন্টারও বেশি সময় এক জন কম নিয়ে খেলেও এবার দাপুটে জয় তুলে নিল তারা। অন্যদিকে সুইজারল্যান্ড পেল টানা দ্বিতীয় হারের তেতো স্বাদ। দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে আছে স্পেন। সার্বিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নেওয়া ডেনমার্ক ৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে। ১ পয়েন্ট নিয়ে সার্বিয়া তৃতীয়। এখনও পয়েন্টের খাতাই খুলতে পারেনি সুইজারল্যান্ড।

অ্যালেক্স মর্গ্যানের আবেগঘন বিদায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাতৃত্বের কাছে হার মেনে ফুটবলকে বিদায় বললেন যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবলার অ্যালেক্স মর্গ্যান। মা হতে চলেছেন-খবরটি জানার পর সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি করেননি যুক্তরাষ্ট্রের এই তারকা ফুটবলার। ন্যাশনাল উইমেন'স সকার লিগের ম্যাচ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সাফল্যে ভরা ক্যারিয়ারের ইতি টেনে দিলেন দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী স্ট্রাইকার। দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন, জানতে পেরে গত বৃহস্পতিবার অবসরের ঘোষণা দেন মর্গ্যান। অনেক সাফল্যের নায়কের মাঠের ফুটবলের শেষটা যদিও সুখকর হয়নি। তার নেতৃত্বে সান দিয়েগো ওয়েভ ঘরের মাঠে ৪-১ গোলে হেরেছে নর্থ ক্যারোলিনা কারেজের বিপক্ষে। শেষ ম্যাচে ৩৫ বছর বয়সী মর্গ্যানের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সও ভালো হয়নি। পেনাল্টি শট নিয়ে গোল করতে পারেননি তিনি। এর তিন মিনিট পরই তাকে তুলে নেন কোচ। স্টেডিয়াম ভর্তি পুরো গ্যালারি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। ম্যাচ শেষে দর্শকদের উদ্দেশে মর্গ্যান বলেন, 'কী সুন্দর এক পথচলা ছিল।'

নারী ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে ১৫ বছর মাঠ মাতিয়েছেন মর্গ্যান। ২০১৫ ও ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ জয়ী যুক্তরাষ্ট্র দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকসে দেশের হয়ে সোনার পদকও জয় করেন তিনি। ক্যারিয়ারে অসংখ্য সাফল্যের নায়ক মর্গ্যান বিদায়বেলায় বললেন, এই দিনের স্মৃতি কখনও তার মন থেকে মুছবে না, 'আমি আমার সতীর্থদের ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা প্রতিনিয়ত আমাকে ভালো খেলোয়াড় হতে উৎসাহিত করেছে। আমার ক্যারিয়ারে অসংখ্য অবিশ্বাস্য মুহূর্তের মাঝে এই শেষ সময়ের স্মৃতি আমার সারাজীবন মনে থাকবে। মনের গভীর থেকে সবাইকে ধন্যবাদ।'

২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে মোট ২২৪ ম্যাচ খেলে ১২৩টি গোল করেছেন মর্গ্যান। যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় পঞ্চম স্থানে আছেন এই তারকা ফুটবলার। অবশ্য এ বছরের প্যারিস অলিম্পিকসে সোনাজয়ী যুক্তরাষ্ট্র দলে ছিলেন না মর্গ্যান। এবার ক্যারিয়ারেরই ইতি টেনে দিলেন তিনি।

অক্টোবর থেকেই শুরু হবে
ফ্লিন্টফের নতুন দায়িত্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোচিং ক্যারিয়ারে পথচলায় এবার নতুন দায়িত্ব পেলেন অ্যান্ড্রু ফ্লিন্টফ। ইংল্যান্ড লায়ন্সের ('এ' দল) প্রধান কোচ হলেন দেশটির সাবেক এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। আগামী অক্টোবর থেকে শুরু হবে ফ্লিন্টফের নতুন দায়িত্ব।

লায়ন্সের প্রধান কোচ হিসেবে ফ্লিন্টফের প্রথম কাজ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। এরপর আগামী বছরের জানুয়ারিতে তার কোচিংয়ে লাল বলের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে দল। পরে ঘরের মাঠে ভারত ও জিম্বাবুয়ের 'এ' দলকে স্বাগত জানাবে ইংল্যান্ড লায়ন্স। নতুন দায়িত্বে 'এ' দলের পারফরম্যান্স পরিকল্পনা, কাউনিটগুলোর সঙ্গে ক্রিকেটারদের উন্নতি পর্যালোচনা, দল বাছাই ও ক্রিকেটারদের মূল্যায়নের দিকে বাড়তি জোর দেবেন ফ্লিন্টফ।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার পর গত বছর ফের ক্রিকেটে ফেরেন ফ্লিন্টফ। এরই মধ্যে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবে সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কাজ করেছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘরের মাঠে চলমান টেস্ট সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করছেন ইংল্যান্ডের হয়ে ৭৯ টেস্ট খেলা এই ক্রিকেটার। এছাড়া দা হান্ড্রেড-এর সবশেষ আসরে নর্দার্ন সুপারচার্জাসের প্রধান কোচ ছিলেন ফ্লিন্টফ। ইংল্যান্ড লায়ন্সের দায়িত্ব নিলেও সুপারচার্জার্সের প্রধান কোচ হিসেবে কাজ করতে বাধা নেই তার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR